কর্মী মানসিকতায় বদলই অগ্রগতির চাবি

দাবি পঞ্চায়েতমন্ত্রীর

এই সময়: শুধুমাত্র রাজনৈতিক পালাবদল হয়ে ক্ষমতার মসনদে অন্য দল বসলেই হবে না, রাজ্যের সার্বিক অগ্রগতির জন্য সব ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে রাজ্য সরকারি কর্মীদের কাজ করার মানসিকতায় বদল আনা দরকার বলে মনে করেন পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন এবং কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সোমবার বণিকসভা ক্যালকাটা চেম্বার অফ কমার্সের 'বিজ়নেস অপরচুনিটিজ় ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' শীর্ষক এক আলোচনাসভায় মন্ত্রী বলেন, 'সংঘাত নয় সমন্বয়ের মাধ্যমে বিকাশ আনতে হবে। এক সময় যে বাংলা সারা দেশকে দিশা দেখাত, এখন সেই বাংলার সামনে কোনও দিশা নেই। আপনাদের ধন্যবাদ যে আপনারা এই পরিবর্তন এনেছেন। আর যাঁরা দেশকে দিশাহীন করেছেন, তাঁরা আজ নিজেরাই দিশাহীন।' তবে, রাজ্যের প্রতিটি মানুষ, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের শিক্ষা এবং আর্থিক বিকাশ হলেই সার্বিক ভাবে রাজ্যের বিকাশ হবে। সরকারকে সেই লক্ষ্যেই এগোতে হবে বলে তিনি জানান।

এ দিন দিলীপ বলেন, 'সরকারি দপ্তরগুলিতে নির্ধারিত সিস্টেম থাকলেও তা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সরকারি কর্মীরা কাজ করতে চান না। আমরা প্রাথমিক ভাবে তাঁদের সেই মানসিকতা দূর করার চেষ্টা চালাচ্ছি। রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে মন্ত্রী গেলে, তবে তো তার দেখাদেখি সচিব স্তরের কর্মীরাও যাবেন।' পূর্বতন সরকারের আমলে কোনও মন্ত্রীই দপ্তর ছেড়ে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় সফর করতেন না। আর তাই সচিব বা অন্য সরকারি কর্মীরাও চুপ করে বসে থাকতেন বলে তিনি অভিযোগ করেন।

মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরে দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে বিভিন্ন জেলায় নিজে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছেন। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বহু প্রকল্প রয়েছে। সেগুলি কতটা কার্যকর হচ্ছে, যদি তা কার্যকর না হয় তা হলে কোথায় সমস্যা—এই সবই তাঁর দপ্তর বিবেচনা করে দেখছে। রাজ্য বাজেটে তাঁর দপ্তরের জন্য ৫১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সেই টাকা কী ভাবে খরচ করা যায় তার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করা হচ্ছে বলে দিলীপ জানান।

তাঁর কথায়, 'একটা সময় দেশের জিডিপিতে বাংলার অবদান ২৪ শতাংশ ছিল। বাম আমলে তা কমে ১৫ শতাংশ এবং তৃণমূল জমানায় আরও কমে ৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্য দিকে, দেশে যখন মাথাপিছু আয়ের অঙ্ক ৭৫ টাকা ছিল তখন রাজ্যে মাথাপিছু আয় ১০০ টাকা ছিল। এখন সেটা উল্টে গিয়ে যথাক্রমে ১২৫ এবং ৭৭ টাকা হয়েছে।'

রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রে সঙ্গে যুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির উন্নয়নে রাজ্য সরকার সব ধরনের চেষ্টা চালাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে এ ধরনে প্রায় ১২.৫০ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ৪০ হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর।

মন্ত্রী বলেন, 'আগে ঋণ দেওয়ার পরে সরকার সেই ঋণ আদায়ের চেষ্টা করত না। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিও তার সুযোগ তুলত। আমরা অবশ্যই তাদের পাশে থাকব। প্রয়োজনে একবার ঋণ দেওয়ার পরে ব্যবসা মার খেলে ফের ঋণ দেওয়া হবে। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত তাদের সেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে এটা মাথায় ঢোকানো দরকার।'

শুধু পড়া নয়, শুনুন 'এই সময়'।
খবরটি শুনতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।